পাক্ষিক

আহমদী

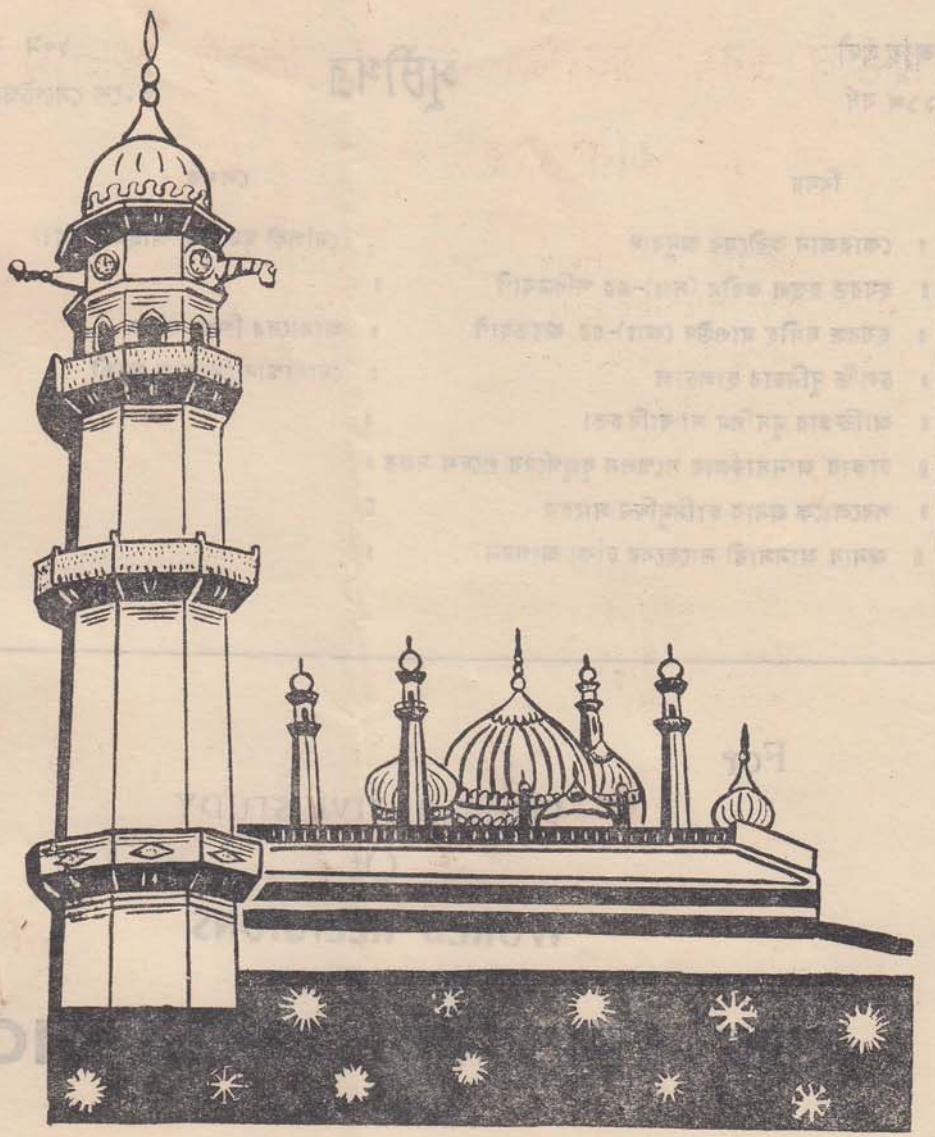

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ২৩৩
॥ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী	॥	॥ ২৩৪
॥ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ আমাদের শিক্ষা হইতে	॥ ২৩৫
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ২৩৭
॥ আফ্রিকায় মুসলিম সাংবাদিকতা	॥	॥ ২৩৯
॥ ঢাকায় আনসারুল্লার সম্মেলন বুজুর্গদের প্রদেশ সফর	॥	॥ ২৪৩
॥ পরলোকে জনাব হাসিমুদ্দিন সাহেব	॥	॥ ২৪৪
॥ জনাব আনসারী সাহেবের ঢাকা আগমন	॥	॥ ২৪৪

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ৩০শে সেপ্টেম্বর : ১৯৬৭ সন : ১০ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

১০ম রুকু

৭৩ ॥ হে নবী ! তুমি (সমাগতনবীর) প্রত্যাখ্যানকারীদের ও কপটদিগের সহিত জেহাদ কর এবং তাহাদের প্রতি কঠোর হও এবং তাহাদের স্থান দোযখ এবং উহা জঘন্য স্থান।

৭৪ ॥ তাহারা আল্লার নামে শপথ করে যে, তাহারা কিছু বলে নাই। অথচ তাহারা ধর্মদ্রোহিতার কথা নিশ্চয়ই বলিয়াছে এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হইয়া গিয়াছে। এবং তাহারা উহার উদ্যোগ করিয়াছিল যাহা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই এবং তাহারা শুধু এইজন্য বিদ্বেষ করিয়াছিল যে, আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুল নিজ দয়াগুণে তাহাদেরকে সম্পদশালী করিয়া দিয়াছেন। যদি তাহারা তওবা করে তবেই তাহাদের জন্য মঙ্গল এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ইহকালে ও পরকালে

বেদনাদায়ক শাস্তি দ্বারা দণ্ডিত করিবেন এবং এই পৃথিবীতে তাহাদের কোন বন্ধু থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও রহিবে না।

৭৫॥ তাহাদের কেহ কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, যদি তিনি আমাদিগকে তাঁহার ফযল দান করেন তবে আমরা নিশ্চয় খয়রাত করিব এবং নিশ্চয় সজ্জনগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

৭৬॥ পরন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে তাঁহার ফযল দান করিলেন তাহারা উহাতে কৃপণতা করিল এবং অঙ্গীকার হইতে ফিরিয়া গেল এবং তাহারা অগ্রাহ্য করিতে লাগিল।

৭৭॥ অনন্তর আল্লাহ্‌ তাহাদের হৃদয়ে কপটতাকে তাহাদের কর্মফলরূপে নিহিত করিলেন। উহা সেইদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে যে দিন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। যেহেতু তাহারা আল্লার সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিয়াছিল এবং তাহারা মিথ্যা বলিত।

৭৮॥ তাহারা কি জানে নাই যে, আল্লাহ্‌ তাহাদের গুপ্ত বিষয় ও গুপ্ত মন্ত্রণা জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অজ্ঞাত বিষয় সমূহের পরমজ্ঞাতা।

৭৯॥ যাহারা স্বেচ্ছায় দানকারী মুমিনদিগের দান সম্বন্ধে দোষারোপ করে এবং যাহারা শ্রম ব্যতীত (দান করিবার) কিছু পায় না তাহাদিগকে উপহাস করে, আল্লাহ্‌ তাহাদের উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

৮০॥ (হে নবী) তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর (তাহাদের পক্ষে সমান কারণ) যদি তাহাদের জন্য তুমি সত্তরবারও ক্ষমা চাও, তাহা হইলেও তিনি কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। ইহা এইজন্য যে, নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের সহিত ধর্মদ্রোহিতা করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌ দুষ্কর্মশীলদিগকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী

দোয়া

[১]

হযরত আবু হোরায়রাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম বলিয়াছেন—প্রত্যেক নবীরই কবুল করা একটি দোয়া ছিল। প্রত্যেক নবীই তাহা ইহকালে লইয়াছেন, কিন্তু আমি কেয়ামত পর্যন্ত আমার দোয়া, অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য শাফায়াৎ, স্থগিত রাখিয়াছি। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, আমার উম্মতের ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লার সহিত অংশী স্থাপন না করিয়া মারা গেলে তাহা পাইবে। -(মোসলেম)।

[২]

রসুল করীম বলিয়াছেন—হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট এমন এক চুক্তি করিয়াছি যাহা তুমি কখনও আমাকে ভঙ্গ করিতে বলিবে না এবং আমি মানুষ মাত্র। মোমেনদের ভিতর যাহারই আমি অনিষ্ট করিয়াছি, ভৎর্সনা করিয়াছি, লানত

করিয়াছি, বেত্রাঘাত করিয়াছি, ইহা যেন তাহার জন্য বরকত হয়, পবিত্রতার কারণ হয়, এবং কেয়ামতের দিন তোমার নিকটে নেওয়ার একটি কারণ হইয়া দাঁড়ায়।—(বোখারী)।

[৩]

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—কোনও মোসলমান অন্য মোসলমানের অনুপস্থিতিতে তাহার জন্য দোয়া করিলে তাহা কবুল হয়। একজন ফেরেশতা তাহার মাথার নিকট থাকিতে নিযুক্ত করা হয়। যখন সে তাহার ভাই মোসলমানের মঙ্গল চায়, নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, আমিন (তাহাই হউক) এবং তোমার জন্যও তদনুরূপ।—(মোসলেম)।

[৪]

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দোয়া চাহিও না, তোমাদের সন্তানগণের বিরুদ্ধে দোয়া চাহিও না, তোমাদের ধন সম্পত্তির বিরুদ্ধে দোয়া চাহিও না। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন এক সময়ে দোয়া চাও যে সময়ে দোয়া চাহিলে দোয়া কবুল হয়।—(মোসলেম)।

[৫]

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—দোয়া এবাদত। তারপর তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন, —"আমার নিকট চাও, আমি তোমাদের উত্তর দিব।"—(তিরমিযী)।

[৬]

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যে ইচ্ছা করে যে, তাহার বিপদের সময় আল্লাহ্ তাহার দোয়া কবুল করুক, সে যেন তাহার সুখের সময় বেশী করিয়া দোয়া চায়।—(তিরমিযী)।

[৭]

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—তিনটি দোয়া বিনা সন্দেহে কবুল হয়—পিতার দোয়া, মোছাফেরের দোয়া এবং মজলুমের দোয়া।—(তিরমিযী)।

★

মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

পাপ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কর্ণ উন্মুক্ত করিয়া শ্রবণ কর, একীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) সদৃশ কোন বস্তু নাই। একমাত্র 'একীন'ই মানুষকে পাপকার্য হইতে বিরত রাখে, 'একীনই' মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধন করিবার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র 'একীনই' মানুষকে খোদাতা'লার 'আশেকে-সাদেক' বা খাঁটি প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা পাপ বর্জন করিতে পার? 'একীনের জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার? আকাশের নিম্নে এমন কোন 'কাফ্‌ফারা' (Atonement বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (প্রতিদান) কি আছে, যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাইতে পারে? মরিয়ম পুত্র ঈসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপকর্ম হইতে পরিত্রাণ দিবে?

হে খ্রীষ্টানগণ, এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না, যাহাতে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। স্বয়ং ঈসাও

তাঁহার পরিত্রাণের জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন' করিয়াছিলেন, তাই 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। পরিতাপ সকল খ্রীষ্টানদের জন্য, যাহারা এই বলিয়া জগৎকে প্রতারিত করে যে, তাহারা মসিহ্‌র রক্তের দ্বারা 'নাজাত' লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন। তাহারা জানে না, তাহাদের খোদা কে; বরং তাহাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাহাদের মস্তিষ্ক অভীভূত; কিন্তু সেই পবিত্র নেশা, যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ। যে জীবন খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং যাহা মানবের পবিত্র জীবনের ফল, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রাখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং 'রূহুল কুদ্‌স' বা পবিত্রাত্মাও তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। 'মোবারক' (ভাগ্যবান) সেই ব্যক্তি যে 'একীন' লাভ করিয়াছে, কারণ সেই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিবে। 'মোবারক' সেই ব্যক্তি যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, কারণ সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 'মোবারক' তোমরা, যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেওয়া হয়, কারণ ইহার ফলে তোমাদের গোনাহ্‌ বা পাপের অবসান হইবে। 'গোনাহ' ও 'একীন' এই দুইটি একত্রিত হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পার, যাহার ভিতরে তোমরা এক বিষাক্ত সর্প দেখিতেছ? তোমরা কি এরূপ স্থলে দণ্ডায়মান থাকিতে পার, যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিম্বা বজ্রপাত হয়, কিম্বা যেখানে এক রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, কিম্বা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে? সুতরাং খোদাতায়ালার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেরূপ বিশ্বাস সর্প, বজ্র, ব্যাঘ্র বা প্লেগের প্রতি আছে, তবে ইহা সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার।

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী! নিশ্চয় জানিও, খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিতে পারে, এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় 'একীনে' পূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ তোমরা বলিবে যে, তোমাদের 'একীন' লাভ হইয়াছে, কিন্তু স্মরণ রাখিও ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয়ই তোমরা 'একীন' লাভ কর নাই, কারণ উহার উপাদান তোমাদের এখনও লাভ হয় নাই। এই কারণেই, তোমরা পাপ বর্জন করিতে পারিতেছ না। তোমাদের সৎকর্মে যেরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা তদ্রূপ অগ্রসর হইতেছ না, এবং যেরূপ তোমাদের ভয় করা উচিত, তদ্রূপ তোমরা ভয় করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, যাহার এই 'একীন' আছে যে, কোন গর্তে সর্প আছে, সে কি কখনো গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পারে? যে ব্যক্তির 'একীন' থাকে যে, তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে, সে কি কখনও সেই খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, কোন বনে এক সহস্র রক্তপায়ী ব্যাঘ্র আছে, তাহার পা কেমন করিয়া অসাবধানতা ও উদাসীনতার সহিত সেই বনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে?

যদি খোদাতা'লা এবং তাঁহার 'জাযা' ও 'সাযার' (পুরস্কার ও দণ্ডদানের) প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকিত,

তবে কি প্রকারে তোমাদের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষু পাপকর্ম করিতে সাহস করিত? পাপ 'একীনের' উপর জয়ী হইতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন তোমরা কি প্রকারে সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার? 'একীনে'র প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান উহার উপর আরোহণ করিতে পারে না। যিনি পবিত্র হইয়াছেন, তিনি 'একীনের' সাহায্যেই পবিত্র হইয়াছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার ক্ষমতা দান করে। এমন কি, এক বাদশাহ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্বপ্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। 'একীন' খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করাইয়া দেয়। প্রত্যেক 'কাফ্‌ফারা' (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা, এবং প্রত্যেক প্রকার 'ফিদিয়া' নিষ্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা একীন দ্বারাই লাভ হয়। একমাত্র 'একীনই' পাপ হইতে অব্যাহতি দিয়া খোদাতা'লার নিকট পৌঁছায় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় ফেরেস্তাপেক্ষাও অধিক অগ্রসর করিয়া দেয়।

যে ধর্মে 'একীন' লাভের উপায় নাই, তাহা মিথ্যা। যে ধর্ম 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দিতে পারে না, সে ধর্ম মিথ্যা। যে ধর্মে পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তাহা মিথ্যা।

[আমাদের শিক্ষা হইতে]

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

কত বুদ্ধি রাখে ওরা ঃ

কিছুদিন পূর্বে ফেণী হতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে জানা যায় যে, সীমান্ত প্রহরী পাক-ভারত সীমান্তের জেরকাছাড় হতে একটি পাল্‌কী আসতে দেখে পাল্‌কীওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উত্তরে সে পাল্‌কীতে বৌ নিয়ে যাচ্ছে বলে জানায়। প্রহরীর সন্দেহ হওয়ায় পাল্‌কীতে কি আছে দেখতে চায়। তখন পর্দানশীন বধূকে দেখার চেষ্টাকে ঘোরতর অন্যায় বলে পাল্‌কীওয়ালা জোর আপত্তি জানায়।

পরে পাল্‌কীর ভিতরে বধূর স্থলে একটি চোরাই মাল ভর্তি ট্রাঙ্ক পাওয়া যায়। প্রকাশ, ট্রাঙ্কে ১৯ হাজার ভারতীয় বিড়ি ছিল।

পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিলো ইসলামি আদর্শকে রূপায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ইসলামে পর্দার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে। পর্দার লক্ষ্য হলো সুস্থ সবল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর এই ব্যবস্থাকে লাগানো হচ্ছে কালবাজার চালু রাখার জন্য। এতেই দেখা যাচ্ছে দেশের বুদ্ধির অভাব নেই। অভাব হচ্ছে আন্তরিকতার সাথে আদর্শ অনুসরণের অনুপ্রেরণায়। এই অভাব দূর করার প্রধান দায়িত্ব হলো আহমদীয়া জামাতের। এজন্য দেশময় ব্যাপক তবলিগি প্রসারের প্রয়োজন।

সামরিক আইন নয়—আদর্শ প্রীতি

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটন হতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার সারমর্ম হলো জনৈক মহিলা সাংবাদিক হোয়াইট হাউসের মুখপাত্রের নিকট এই মর্মে দাবী জানান যে, সতীসাধ্বী মহিলাদের সতীত্ব রক্ষার জন্য ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট জনসনের সামরিক আইন জারি করা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন যে, এখানে প্রায়শঃই বলপূর্বক মহিলাদের সতীত্ব বিনষ্ট করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অপরাধ তদন্ত কমিশন রাজধানীতে মহিলাদের ক্রমবর্ধিত হারে সতীত্ব বিনষ্টের রিপোর্ট প্রকাশ করার পর উক্ত মহিলা সাংবাদিক এরূপ দাবী জানান। কিন্তু প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জু-খৃষ্টান জবাবে বলেন যে, রাজধানীতে সামরিক আইন জারি করা সম্ভব নহে।

সামরিক আইন দ্বারা সমাজদেহ হ'তে এরূপ অপরাধ প্রবণতা দূর করা যায় ন। কারণ এরূপ অপরাধ প্রবনতা দু'চারদিনে বা সমাজের অজ্ঞাতসারে প্রসার লাভ করেনি। বরং সামাজিক জীবনে আদর্শকে দীন করে দেখা আর তথাকথিত যৌন স্বাধীনতাকে আধুনিকতার নামে প্রশ্রয় দেওয়াতেই এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে, সামরিক আইন জারি করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এরোগের ঔষধ তা'নয়। মানুষের মনে খোদা ভীতি ও আদর্শ প্রীতি জাগিয়ে তোলাই আসল পথ। সামরিক আইন জারি হলেও যারা কার্য্যকরী করবে তারা ঐ রোগের শিকারে পরিণত হবে না তা' কে বলতে পারেন।

এই কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক

উপরে উল্লেখিত সামরিক আইন জারি করার সংবাদ প্রকাশের কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্‌সাসের রাজধানী অষ্টিন হতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদটি নিয়ে চিন্তা করলে হতভম্ব হতে হয়। এতে বলা হয়েছে টেক্‌সাসের মহিলারা সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই তাদের স্বামী প্রেমিককে গুলি করার অধিকার পাবে। অন্য নারীর সঙ্গে অবৈধভাবে মিলতে দেখলেই অবশ্য তারা এ অধিকার কাজে লাগাতে পারবে।

টেক্‌সাসের পুরুষগণ তাদের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধভাবে যৌনকার্যে লিপ্ত দেখলে গুলি করে হত্যা করতে পারে।

ষ্টেট প্রতিনিধি বব বাস বলেন যে, মহিলাদেরও অনুরূপ অধিকার দেয়ার জন্যে এবার তিনি টেক্‌সাসের আইন পরিষদে একটা বিল উত্থাপন করবেন।

যৌন জীবনের অবাধ স্বাধীনতার যে বীজ বোনা হয়েছে এরই ফল কুড়ানো সুরু হয়েছে ওসব দেশে। এনিয়ে কথা বাড়াচ্ছি না। যৌন অনাচারের জন্য ইসলামে যেসব শাস্তির ব্যবস্থাদি রয়েছে ওসবকে যারা সেকেলে বলে হাসি ঠাট্টা করতে মোটেও কসুর করে না, এজন্য শত শত বই পুস্তক লিখতেও মেহনত বোধ করে না, তাদেরকে জিজ্ঞাস্য তারা কেমন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যাতে সমাজে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যৌন অনাচারের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে একে অন্যকে গুলি করার প্রয়োজন বোধ করছে ?

বুঝা যাচ্ছে অবস্থা এরূপ শোচনীয় ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, বিচারালয়ে যাওয়ারও তাদের সময় নেই।

আদালতের মারফত বেত্রাঘাতের শাস্তি যাদের নিকট বর্বোরচিত ও অসহনীয় বলে গণ্য হয়, ব্যক্তিগত বিবেচনার উপর ভিত্তি করে গুলির আঘাতের জন্য এরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ !

★

আফ্রিকায় মুসলিম সাংবাদিকতা

রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতার গুরুত্ব আজকের আধুনিক বিশ্বে অনস্বীকার্য। তাই বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়া ইসলাম প্রচারকগণ অমুসলিম সমাজের কাছে শান্তির আহ্বান পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন অনেকখানি। আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য।

আফ্রিকায় মুসলিম সাংবাদিকতার অভ্যুদয় এই সেদিনের ঘটনা মাত্র, তবু এ মুহূর্তে এর সুফল ইসলাম প্রচারকদলের প্রচেষ্টাকে মূল লক্ষ্যের দিকে অনেক খানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজকের আফ্রিকার বুকে মুসলিম সাংবাদিকতার ধারা ও অগ্রগতি বর্ণনার পূর্বে এ বিশাল মহাদেশটি সম্বন্ধে কিছু না বললে বক্তব্য অনেকটুকু অপূর্ণ থেকে যাবে।

'ঈষ্ট আফ্রিকান টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক জনাব শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব পত্রিকাটির ফাইনাল প্রুফ দেখিতেছেন।

কৃষ্ণ আফ্রিকার নিরীহ বাশিন্দাদের শান্তির নীড়ে বিদেশী 'দস্যু'দের হানায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো ঘণ জঙ্গলে আত্মগোপন করে বসবাসকারী কৃষ্ণবর্ণের মানুষগুলো। তারা উজ্জ্বল ফর্সা চামড়ার অধিকারী আগন্তুকদের দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতো গভীর জঙ্গলে নিভৃত স্থানে। তবু রেহাই পেতো না আফ্রিকার গভীর বনের নিরীহ বাসিন্দারা। নির্মম আগন্তুকদের হাতে বাঁধা পড়ে ব্যবসায়ের পণ্য জন্তুর মত জাহাজ বোঝাই হয়ে তারা প্রেরিত হতো অজানা অচেনা মহাদেশে—সে কালের সভ্য মানুষদের দেশে—দাস হিসেবে ভাগ্যকে বরণ করে নেবার জন্যে।

আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে আগুন জ্বালিয়ে মানুষ গুলোকে তাড়িয়ে বেড়াবার দিন আজ শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে দাসবৃত্তি। জগতের সাথে তাল রেখে এগিয়ে যাবার বলিষ্ঠ শপথে আফ্রিকার মানুষ আজ জেগে উঠেছে।

আফ্রিকার জনগণ আজাদী অর্জন করেছেন এবং আজও সে মহাদেশের অনেক ভূখণ্ড আজাদী অর্জন করতে চলেছে। চিরদিনের অবহেলিত আফ্রিকার দিকে দিকে আজকের আত্মচেতনার সাড়া সেখানকার মানুষের এতদিনের স্তব্ধতার অবসানে সরবে কথা বলছে।

দাস সংগ্রহের ভূখণ্ড হিসেবে বিদেশীরা আফ্রিকাকে ব্যবহার করা থেকে যেদিন বিরত হলো সেদিন খ্রীষ্টান মিশনারীরা এসে ছেয়ে ফেললো আফ্রিকার নগর প্রান্তর। তবে একথা স্বীকার করে নেওয়া চলে যে, অন্য ধর্মের অনুপস্থিতিতে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই সেদিন পর্যন্তও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব ছিল একচেটিয়া। সে প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল

আজ আফ্রিকার খৃষ্টান ধর্মালম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিম্বিত হয়েছে।

আফ্রিকায় খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব যখন প্রতিপত্তির স্তরে পৌঁছে মজবুত হয়ে উঠেছিল তারও অনেক পরে আফ্রিকার মানুষের কাছে ইসলামের বাণী নিয়ে হাজির হলেন ইসলাম প্রচারকরা। এটা ইংরেজী ১৯৩৪ সালের কথা।

খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকদের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার সাথে সাথে আফ্রিকার জনসাধারণের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার কাজে নেমে ইসলাম প্রচারকদল প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকতম পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করলেন। ইসলামী সাহিত্য ও পুস্তিকা বিতরণ করে সাধারণ মানুষের কাছে আজকের এই জটিল বিশ্বে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ খুবই কম। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনকারী সংবাদপত্র বহুগুণে কার্যকরী। দেশের জনসাধারণের মনোভাব ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে ইসলামের আদর্শ অনুসরণকারী সংবেদনশীল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন আফ্রিকায় নিয়োজিত ইসলাম প্রচারকদল। তাদের প্রচেষ্টায় ও রাবোয়াস্থ ইসলাম প্রচার দফতরের উদ্যোগে আফ্রিকায় যে কয়েকটি মুসলিম সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে তার কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হলো :

সোহেলী

পূর্ব আফ্রিকায় আজ যে, কয়েকটি মুসলিম সংবাদপত্র রয়েছে তন্মধ্যে "সোহেলী" প্রকাশিত হয়েছিল সব কয়েকটির আগে। পূর্ব আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ যে সোহেলী ভাষায় কথা বলেন, সে ভাষায় এ সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হচ্ছে। শুধুমাত্র পূর্ব আফ্রিকাতেই নয় বরং বেলজিয়াম কঙ্গো নিয়াসাল্যাণ্ড ও রোডেশিয়ায় এই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা আজ ১২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং পত্রিকার নিজস্ব আয় দিয়েই প্রত্রিকাটির যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হচ্ছে। দেশের যাবতীয় সংবাদ পরিবেশনের সাথে সাথে "সোহেলী" ইসলামী ভাবধারা প্রচার করে যাচ্ছে।

ভয়েস অব ইসলাম

এ ছাড়া 'ভয়েস অব ইসলাম' নামে পরিচিত আঞ্চলিক উগাণ্ডা ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংবাদপত্রও তথায় জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

দি ট্রুথ

নাইজেরিয়ার বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মুখপত্র হিসাবে 'দি ট্রুথ' আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামের প্রতি নাইজেরিয়ায় খৃষ্ট সমাজের যথাযথ উত্তর সব সময় এতে প্রকাশিত হচ্ছে। ইসলাম প্রচারকদের প্রচার কাজে আজ 'ট্রুথের' ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলাম প্রচার কেন্দ্রগুলোর তবলীগী কাজের সমন্বয় বিধানে দি ট্রুথ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বহু স্বনামধন্য সাংবাদিক ও ইসলামবেত্তা এতে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।

নাইজেরীয় সাংবাদিক সমিতির সহসভাপতি ও নাইজেরীয়ার জাতীয় প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মৌলবী নাসিম সাইফী "দি ট্রুথ" পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটার হিসেবে কাজ করেছেন।

নাইজেরিয়া বাসীর নিকট ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেবার মাধ্যম হিসাবে ট্রুথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; তবে ট্রুথই সেখানে ইসলাম প্রচারে একমাত্র মাধ্যম নয়। ইসলাম প্রচারকগণ ছাড়াও মৌলবী নাসিম সাইফী, মৌলবী রশিদ উদ্দিন, জনাব এস বি. আমীন ও জনাব এস. বি. গিবারের মত প্রখ্যাত সাংবাদিক ও নিবন্ধকারগণ নাইজেরিয়ার জাতীয় সংবাদপত্র লাগোস থেকে প্রকাশিত দি মর্নিং পোষ্ট. কানো

থেকে প্রকাশিত দি ডেইলী মেইল এবং দি ওয়েষ্ট আফ্রিকান পাইলটে পর্যায়ক্রমে সাপ্তাহিক ধর্মীয় কলমগুলো লিখে থাকেন। আধুনিক বিশ্ব ও আধুনিক ভাবধারার সাথে তাল রেখে ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে ইসলামের শাশ্বত রূপের ব্যাখ্যাদানে তাঁদের লিখিত কলমগুলো উৎরে উঠতে পারে বলেই নাইজেরিয়া বাসীর কাছে তা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নাজেরিয়াস্থ ইসলাম প্রচারকদল মুদ্রন কাজের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যে নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নাইজেরিয়ার অন্যান্য সংবাদপত্রও ইসলাম প্রচাকদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। নাইজেরিয়ার অন্যতম সংবাদপত্র 'দি হেরাল্ডের' জনৈক ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত এক ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে যে, নাইজেরিয়ায় মাত্র তিরিশ বছর আগেও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগন্য, সমাজ ছিল পশ্চাদপদ; কিন্তু আহ্‌মদীয়া ইসলাম প্রচারকদের প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজ সুসংগঠিত হয়ে নিজেদের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন।"

কিছুদিন পূর্বে নাজেরিয়ার অপর এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, "পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম আজ প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ধর্ম হিসাবে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, সব কয়টি প্রদেশেই ইসলাম বিপুল অগ্রগতি সাধন করেছে।"

নাইজেরীয় বেতার

নাইজেরিয়ার জাতীয় বেতার থেকে এই ইসলাম প্রচারকগণ মাসে কমপক্ষে ৮।১০টি অনুষ্ঠানে ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা, ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের ব্যাখ্যাসহ ইসলাম সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেন। 'ইসলামের দৃষ্টি কোণ" নামে পরিচিত জাতীয় বেতারের অপর একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে এই মুসলিম মিশনারীরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। প্রতি শুক্রবার দেশের রাজধানী লাগোসে অবস্থিত ইসলাম প্রচারকদলের জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ থেকে বেতারযোগে জুম্মার খোতবা প্রচার করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, লাগোস মসজিদে ইংরেজী ও 'ইরউবা' ভাষায় খোৎবা পঠিত হয়ে থাকে।

আইভরী কোস্ট

১৯৬১ সালের জুলাই মাসে আইভরী কোস্টের রাজধানী আবাইজানে এই ইসলাম প্রচারক দল কর্তৃক মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৩৫ লক্ষ লোকের দেশ আইভরী কোষ্টের ইসলাম প্রচারের কাজ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চললেও এখন পর্যন্ত তথায় প্রচারকদল কোন সংবাদপত্র প্রকাশের সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। তবে তথাকার নবদীক্ষিত নামকরা কয়েকজন সাংবাদিক ইসলামের বিষয়াবলী ও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে খৃষ্ট মিশনারী কর্তৃক প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা রদ করে ও প্রকৃত বিষয় ব্যাখ্যা করে জাতীয় সংবাদপত্র সমূহে নিয়মিত নিবন্ধ ও ফিচার লিখে থাকেন; এছাড়া আবাইজান থেকে প্রকাশিত ফ্রান্স ভাষাভাষী দৈনিক "আবাইজান মেটিন" স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলাম প্রচারক দলকে সমর্থন দানসহ সংবাদ ও সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় এদের জন্য মূল্যবান পরিসর দান করে যাচ্ছেন। এ জনপ্রিয় সংবাদপত্রটির মাধ্যমে মুসলিম মিশনারীরা খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারকদের সমালোচনার উত্তর দান করে থাকেন।

সিয়েরা লিওন

সিয়েরালিওন থেকে ইসলাম প্রচারকদল "আফ্রিকান ক্রিসেন্ট" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এখানকার মুসলিম সমাজের এই প্রিয় সংবাদপত্রটি উদারপন্থী স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দেশের উজির বর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে শুভেচ্ছাবাণী লাভ করে থাকেন। এখানে প্রথম অবস্থায় মুসলিম মালিকানাধীন কোন ছাপাখানা ছিল না বলে ইসলাম প্রচারকদেরকে এই পত্রিকা জনৈক খৃষ্টানধর্মালম্বীর ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে নিতে হতো—কিছুদিন পর প্রেস মালিক একদিন পত্রিকাটি ছাপতে অস্বীকৃতি

জানালেন। গুরুতর বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে মুসলিম মিশনারীরা তাদের রাবোয়াস্থ কেন্দ্রের সাহায্য চাইলে কেন্দ্রের উদ্যোগে সমগ্র বিশ্ব থেকে চাঁদা তুলে লণ্ডন থেকে এক প্রেস ক্রয় করা হলো। আজ সে ছাপাখানায় আফ্রিকান ক্রিসেন্ট বর্ধিত কলেবরে মুদ্রিত হচ্ছে।

আল-আসর

দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলিম মিশনারীদের সর্বাধিক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচার চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এখানে ধর্ম প্রচারের কাজের মতই গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের আত্মরক্ষা ও রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় মুসলমানদের চাঁদায় এখান থেকে ১৯৫৯ সাল থেকে আল আসর নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আল আসরের পরিচালকবর্গ পত্রিকাটির বিপুল সংখ্যক পাঠক-পাঠিকার হাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি পৌঁছাতে পারছেন না। আল আসরের সম্পাদকের উদ্যোগে পরিচালিত এক জরীপের ফলে দেখা গেছে যে এক কপি আল আসর পাঁচ ছয়টি পরিবার কর্তৃক পঠিত হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কারণে আল আসর একবার বন্ধ হবার উপক্রম হলে পাঠকবর্গকে এক ঘোষণার মাধ্যমে তা জানানো হয়েছিল। পাঠকবর্গ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল-আসরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পত্রিকাটিকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছেন।

আল বুশরা

পাঠকবর্গের রুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার ইসলাম প্রচারকদল বহু কষ্টের মধ্য দিয়েও আল-বুশরা নামে অপর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

কেপটাউন থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'কেপ আরগউস' এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় আফ্রিকায় খৃষ্টান ধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্যকল্পে বলেছেন যে, খ্রীষ্টান প্রচারকদল আফ্রিকাতেও প্রতিপত্তি হারাতে বসেছে।

ঈস্ট আফ্রিকান টাইমস

কেনিয়াস্থ এই ইসলাম প্রচারকদলের উদ্যোগে কেনিয়ায় 'ঈষ্ট আফ্রিকান টাইমস' নামে একটি সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ইংরেজী সংবাদপত্রটির প্রচার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পত্রিকাটি কেনিয়ার সর্বত্র সমানভাবে পরিচিত। কেনিয়া ছাড়াও ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও আফ্রিকার অনেক দেশে 'ঈষ্ট আফ্রিকান টাইমস'-এর সর্কুলেশন রয়েছে।

কেনিয়ার আজাদী দিবস উদযাপন উপলক্ষে 'ঈষ্ট আফ্রিকান টাইমস' কিছুদিন পূর্বে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। কেনিয়ার উজিরে আজম, গভর্ণর জেনারেলসহ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ এবং পাকিস্তানের স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান ও পত্রিকাটির সাবেক সম্পাদক শেখ মোবারক আহমদ সংখ্যাটির জন্য বাণী পাঠিয়েছিলেন।

উগাণ্ডা

উগাণ্ডা বেতার থেকে উগাণ্ডাস্থ ইসলাম প্রচারকদল ইসলামের আদর্শ ও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শ প্রচারের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া নবদীক্ষিত মুসলিম সাংবাদিকদের প্রচেষ্টায় নেতৃস্থানীয় ইংরেজী সংবাদপত্র 'দি উগাণ্ডা আর্গুসে' নিয়মিত ইসলাম সম্পর্কিত নিবন্ধ ও ফিচার প্রকাশিত হচ্ছে।

অতিসাম্প্রতিককালে এখানে "মাপোস্তিয়া মঙ্গু" নামে একটি সোহেলী ভাষাভাষী মুসলিম মাসিক মৌলবী মোহাম্মাদ মায়োয়ারের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

নব জাগ্রত আফ্রিকার বুকে ইসলামের বিজয় বিশ্ব মুসলিমের জন্য আশা ভরসার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। শুধু সংবাদিকতায় নয় সমাজ ও রাষ্ট্রিয় জীবনে তাদের বিজয় শীঘ্রই তাদের ধর্মীয় রেঁনেসার সাথে সমন্বিত হয়ে বিশ্বের দরবারে আফ্রিকার স্থান ও মর্যাদাকে উজ্জ্বল করে তুলবে বলে আশা করা হলে তা কি বাহুল্য হবে?

★

ঢাকায় আনসারুল্লার সম্মেলন

গত ২০শে সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে ৪নং বকসি বাজার রোডস্থ প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় ঢাকা মজলিশে আনসারুল্লার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্রদেশের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিতব্য আনসারুল্লাহর বিভিন্ন সমাবেশে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে তিন জন প্রবীণ সদস্য আসিয়াছেন।

পূর্ব রাত্রে তাহাজ্জুদ নমাজ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী রাত্রে এশার নামায পর্যন্ত ব্যাপ্ত উক্ত সম্মেলনটি চারিটী অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশন গুলিতে কোরআন পাঠ, হাদিস পাঠ এবং কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনসারে জীবন যাপন করা, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের বিষয় আলো-চিত হয়।

প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব, কাজী মোহাম্মাদ নযীর লায়ালপরী সাহেব এবং বৈদেশিক ইসলাম প্রচার দফতরের অর্থ বিষয়ক কর্ম-কর্তা আলহাজ্জ চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব, এবং চৌধুরী ফজল আহ্‌মদ সাহেব, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, নবী করীমের শিক্ষা এবং খেলাফতের আবশ্যকতা, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভালবাসা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সমাবেশের সমাপ্তিতে বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে জামাত কর্তৃক ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও বিদেশে ইসলাম প্রচারকদের তৎপরতার বিভিন্ন ঘটনার ছবি 'স্লাইড শো'-এর [ফিল্ম] মাধ্যমে দেখানো হয়।

বুজুর্গদের প্রদেশ সফর

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত বুজুর্গান ও পূর্ব পাকিস্তানের আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব ও পূর্ব-পাকিস্তান আনসারুল্লার নাজেমে আলা জনাব এম. এস. রহমান সাহেব গত ১১ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে পৌঁছেন এবং তথাকার এজতেমায় যোগদান করেন। অতঃপর তাঁহারা ১২ই সেপ্টেম্বর চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। চাঁদপুরে তাঁহারা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এ. টি. এম. আবেদ সাহেবের বাসায় অবস্থান করেন। সেখানে বিদেশে ইসলাম প্রচার বিষয়ক প্রস্তুত ফিল্ম দেখানো হয়। অতঃপর গন্যমান্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা চাঁদপুর হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত চরদুখিয়ায় গমন করেন। তাঁহারা বেলা ১-৩০ মিনিটে সেখানে পৌঁছেন। সেই দিন সন্ধ্যায় সেখানে সেখানকার প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল বাসার পাটয়ারীর বাসায় তবলিগি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন হইতে এজতেমা শুরু হয়। এজতেমায় জনাব কাজী মোহাম্মাদ নাযির সাহেব ও শাববীর আহমদ সাহেব দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের উপর উত্থিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহারা চাঁদপুর ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেইদিন সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর তাহাজ্জুদের নামাজের পর ইজতেমা শুরু হয়। কিছু সংখ্যক গায়ের আহ্‌মদীও এজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। গায়ের আহ্‌মদীগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়া সন্তোষ জনক উত্তর লাভ করেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাহারা দক্ষিণ বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

পরলোকে জনাব হাসিমুদ্দিন সাহেব

ময়মনসিংহ জিলার বীরপাইকশা নিবাসী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব হাসিমুদ্দীন সাহেব গত ২২শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার দিবাগত রাত্রে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি শিক্ষক হিসাবে সারা জীবন দেশ ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ঢাকা হইতে তাঁহার পুত্র ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ জনাব নুরউদ্দীন, তাহার জামাতা ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সাবেক কায়েদ জনাব জিয়াউল হক সাহেব তাঁহার পত্নী সহ বীরপাইকশা গমন করেন। তাঁহার অপর জামাতা জনাব নূর সৈয়দ সাহেবও পত্নীসহ জানাযার নামাযে শরিক হওয়ার জন্য তথায় গমন করেন। সদর মুরুব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও সেখানে যান এবং তাঁহার জানাযার নামায পড়ান।

জনাব আনসারী সাহেবের ঢাকা আগমন

মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে বিশিষ্ট মুসলিম মিশনারী জনাব মোহাম্মাদ সায়ীদ আনসারী সাহেব গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা দুইটায় ঢাকা পৌঁছেন।

তিনি কয়েক ঘন্টা ঢাকাতে অবস্থান করেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি দারুত তবলিগ পরিদর্শন করেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় তিনি মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আমীর সাহেবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পূর্ব-পাকিস্তানের আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব মালয়েশিয়ার মিশনারী জনাব মোহাম্মাদ সায়ীদের আগমন সংবাদ পাইয়া চুয়াডাঙ্গা হইতে সুন্দরবন একস্‌প্রেসে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে আহ্‌মদনগরের এজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J D Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.